ওড়াকান্দী হরিচাঁদ নিকটে না যায়।
উদ্দেশ্য মতুয়া হয়ে হরিগুণ গায়।।
হরি পাল হরিবোলা হইয়া গিয়াছে।
মতুয়া বলিয়া নাম প্রচার হ'য়েছে।।
এই সময়েতে তার হ'য়েছিল জ্বর।
জ্বরেতে অজ্ঞান প্রায় হইয়া বিকার।।
তার পিতা ভয়ে ভীত হইয়া মনেতে।
ডাক্তার আনিতে যায় ঔষধ খাওয়াতে।।
অমনি চেতন হ'য়ে হরিপাল কয়।
হরিবোলা হ'য়ে কি ওষুধ খাওয়া যায়।।
হরিবোলা হ'য়ে যেবা ঔষধ খাইল।
জানিবে সে হরিবোলা সেদিনে মরিল।।
তবে যদি বাঁচে কোন ঔষধি খাইয়ে।
সেই বাঁচা হবে মিছা, বাঁচে কি লাগিয়ে।।
আমি তারে মনে করি জ্ঞান প্রাণ হত।
মায়া দেহ কায়া যেন ছায়াবাজী মত।।
না রহে নৈষ্ঠিক তার নাম নিষ্ঠা হারা।
দিন দুই চারি খেলা জীয়ন্তে সে মরা।।
ওড়াকান্দী হরিচাঁদ হ'য়েছে উদয়।
পতিত পাবন প্রভু বড় দয়াময়।।
যাই যাই ভাবি আমি যাইতে না পারি।
শ্রবণে শুনেছি নাম চক্ষে নাহি হেরি।।
না দেখিতে পারিলাম প্রভুর শ্রীঅঙ্গ।
হেনকালে শুনিলাম লীলা হ'ল সাঙ্গ।।
গোলোকের নিত্য ধন গেলেন গোলোকে।
উদ্দেশ্য ভাবি শ্রীপদ মনের পুলকে।।
শুনেছি সাধুর মুখে কহে পরস্পর।
অধর ধরিবি যে ধরেছে তারে ধর।।
অধর মানুষ যে ধরেছে ধরা'পর।
মানুষ পড়িবে ধরা সে মানুষ ধর।।
সূর্য্যনারায়ণ খুড়া ডুমুরিয়া আছে।
ঠাকুরের কথা শুনিয়াছি তার কাছে।।
আমারে বাঁচাও যদি ওড়াকান্দী যাও।
হুকুম আনিয়া পিতা আমাকে বাঁচাও।।
চলিল গোলোক পাল ওড়াকান্দী যেতে।।
ডুমুরিয়া গেল সূর্য্যনারায়ণে নিতে।।
কহিল 'আমার সাথে যেতে হ'বে ভাই।
হরি পুত্র গুরুচাঁদে আনিবার যাই।।
সূর্য্যনারায়ণ এল হরি হরি বলে।
তেঁতুল গুলিয়া খাওয়াইল হরি পালে।।
কাঁচি দধি পান্থা ভাত খাওয়াইয়া দিল।
কাঁচা জলে স্নানে জ্বর ধুয়ে ফেলাইল।।
সূর্য্যনারায়ণে ল'য়ে পরামর্শ করে।
'বল খুড়া ওড়াকান্দী যাই কি প্রকারে।।
হরিচাঁদ জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রভু গুরুচাঁদ।
সে প্রভু কেমন আমি দেখিব সে পদ।।
করিলেন দিন ধার্য্য ওড়াকান্দী যেতে।
ঠিক হ'ল সূর্য্যনারায়ণ যা'বে সাথে।।
একখানা নৌকা আছে বাওয়ালে পাঠাবে।
নৌকা চালাইয়া শেষে ওড়াকান্দী যা'বে।।
নৌকার চালান দিল বাওয়ালেতে গেল।
বাদায় সুন্দরবনে গাছ কেটেছিল।।
চাঁদপাই দক্ষিণে সে সুন্দরীর চক্।
সেখানে কাটিল গাছ মনেতে পুলক।।
গদাই নামেতে সেই বাওয়ালীর পাড়া।
সেই চকে গাছ কাটে পড়ে গেল সাড়া।।
এই দিকেতে ওড়াকান্দী মানসী করিয়া।
পাড়ার বাওয়ালী সবে কাঠ কাটে গিয়া।।
কাঠ কাটি সব নিয়া নৌকায় বাঁধিল।
বাবা হরিচাঁদ বলি নৌকা ছেড়ে দিল।।
সে পাড়ায় নৌকা ছিল অষ্টাদশ খান।
সব নৌকা সায়রে জোয়ারে দিল টান।।
চিলা হ'তে নৌকা ছাড়ে জোয়ারের গোনে।
রাত্রি দেখে নৌকা রাখে মাকড়ের টোনে।।